ধারাবাহিক **উপন্যাস**

(পর্ব ৩ ও ৪)

ক্রসফায়ার

আহমেদ সাবের

রচনাকাল ১৭ জুলাই থেকে- ২৫ অক্টোবর, ২০০৭

-৩-

খাওয়া থেকে উঠে ইমন প্রথম ফোন করল নাজমুলকে।

হ্যালো নাজমুল, কেমন আছিস দোস্ত? ওপার থেকে নাজমুলের গলা শুনে বলে উঠলো সে।

কিরে, তুই তো নর্মালি রাতে ফোন করিস; আজ হঠাৎ দিনের বেলা ...।

আমি তো এখন ঢাকায়।

তোর চাপা মারার স্বভাব আর গেল না।

হাচা কইতাছি দোস্ত , আজ দুপুরের বিমানেই আসলাম। তোকেই প্রথম ফোন। কেমন যাইতাছে দিন কাল? ফ্রি আছিস নাকি? আসব?

হালা, আসবার আর সময় পেলি না। এখুনি মিটিংরুমে ঢুকতে হবে। রাত দশটা পর্য্যন্ত ইন্টারভিউ নিতে হবে। মিডেল-ইষ্টে লোক পাঠাচ্ছি। তুই শালা আমার মনটাই খারাপ করে দিলি।

ঠিক আছে। কাল ফ্রি থাকিস।

কাল তো একই ঝামেলা। এক কাজ কর। রোববার ঢাকা ক্লাবে আয়। সারাদিন আড্ডা দেয়া যাবে। আমি সবাইকে খবর .....।

নারে দোস্ত, রোববারে আমাকে ফেরৎ যেতে হবে। দুপুরে প্লেন। ইমন মন খারাপ করে বলে।

ধুর! এইটা একটা আসা হইলো। এত দিন পরে আসলি} একটু ধুমধাম করবো। তার ও সুযোগ দিলি না। রাতে বাসায় থাকবি? দেখি একবার ঢুঁ দেয়া যায় কি না। ইমন, বস ডাকতাছে। রাতে ফোন করিস। রাখলাম।

ইমনকে কথা বলার সুযোগ না দিয়েই ফোন রেখে দিন নাজমুল।

মন খারাপ করে বসে থাকল ইমন কিছুক্ষন। তারপর মুজিব কে ফোন করল ওর মোবাইলে। বার বারই ওর মোবাইল সুইসড অফ পাচ্ছে। শেষে বিরক্ত হয়ে একটা এস-এম-এস পাঠিয়ে দিল ওর মোবাইল নাম্বারে।

বিকেল হয়ে আসছে। ইমন ভাবল, বেরিয়ে পড়বে। ইউসুফের অফিসে গেলে অনেকের সাথে দেখা হতে পারে। ওর মতিঝিলের অফিস ছিল ওদের আড্ডার নার্ভ সেন্টার। কিছু ইংরেজী মুভির

ডিভিডি আর গানের সিডি কিনতে হবে। কিছু বাংলা নাটকও। বাইরে বেরুনোর আগে লিষ্টটা করে ফেলা দরকার। নীতুকে দরকার পরামর্শ করার জন্য। ডাকতে যাবে, এমন সময় দরজায় শোরগোল উঠলো।

রুমকি আপা, আপনি! কতদিন আপনার সাথে দেখা হয়নি। নীতুর গলা।

দেখা হবে কি করে, পরীক্ষার ঝামেলায় ...। চমৎকার রিনরিনে গলায় উত্তর।

ভদ্রমহিলার নাম তাহলে রুমকি। ইমন ভাবল।

ভালই হল আপনাকে পেয়ে। অতসীর বিয়েতে পরার জন্য শাড়ী কিনতে যাবো। আপনার সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করা যাবে।

চয়েসের ব্যাপারে তোমার জুড়ি নেই। চুমকি তোমার কথা সব সময় বলে। তা ছাড়া ....

নারে নীতু, আপা বেইলী রোডে নাটক দেখতে যাবে। কথার মাঝখানে বলে উঠল চুমকি। নীচে রিকসা দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছে। খালাম্মার সাথে দেখা করবার জন্যেই শুধু আপা উপরে এসেছে।

তুই থামতো চুমকি, আমি যেতে দিলেতো। জানিস, ভাইয়া এসেছে।

কোন ভাইয়া? কোথা থেকে?

কোন ভাইয়া মানে, আমার কি দশটা ভাই আছে?

ও, তোর অষ্ট্রেলিয়ার ভাইয়া? কি মজা! তোর তো তাহলে খুশীতে পোয়া বারো, না পোয়া আঠারো। বিশ্ববিদ্যালয়ও বন্ধ। তোকে আর পায় কে।

তোরা বস। আমি ভাইয়াকে ডেকে আনি। নীতু ছুটে চলে যায়।

তোমরা বস মা। মনোয়ারা বেগমের গলা। তোমাদের মামীর সাথে পরশু দেখা হলো। খুব করে যেতে বললেন। বড় ভাল মহিলা। ওনার সাথে কথা বলে কি যে ভাল লাগে।

হ্যাঁ খালাম্মা, উনি আছেন বলেই এত কষ্টের মধ্যে আমাদের লেখা পড়াটা চলছে। বাবা মারা যাওয়ার পর, নিজ থেকে আমাদের দু বোনের পুরো দায়িত্ব নিয়েছেন উনি। রুমকি উত্তর দেয়।

ভাইয়া, ভাইয়া, বলে প্রায় ছুটে ইমনের ঘরে ঢুকে পড়ে নীতূ।

ইমন বিছানায় আধশোয়া হয়ে গান শুনছিল। নীতুর ডাকে লাফ দিয়ে উঠে বসল।

তোকে বাঘে তাড়া করছে নাকি? সপ্রশ্ন দৃষ্টি ইমনের।

বাঘের চেয়েও ভয়ঙ্কর কিছু। ভাইয়া, তোকে আর রাস্তায় গিয়ে কাউকে পছন্দ করতে হবেনা। কনে নিজে এসেই হাজির। রুমকি আপাকে একটু খেয়াল করে দেখিস। আমার খুব পছন্দ। মাকে বলেছি। মারও খুব পছন্দ। আর দেখ, কেমন আশ্চর্য্য যোগাযোগ। আজ তুই এলি, আর উনিও এসে হাজির।

দেখ, দুদিনের জন্য এলাম। একটু শান্তিতে থাকতে দে তো। বিরক্ত হয় ইমন।

ভাইয়া, একটু দুষ্টামি করলাম তোর সাথে। আমার বান্ধবীরা এসেছে। একটু দেখা দিয়ে যাও, প্লিজ। বলে যেমনি এসেছিল, তেমনি ঝড়ের মত বেরিয়ে যায় নীতু।

কি ঝামেলা বাধালো নীতুটা। আপন মনে গজগজ করে ইমন। শেষে অনিচ্ছাসত্বেও কাপড় বদলে ড্রইং রুমে হাজির হয় সে।

এতক্ষন লাগলো তোর ভাইয়া। তুইতো দেখছি মেয়েদেরকেও হার মানালি। আগে ছিলি অলস, বিদেশে গিয়ে তুই দেখি অলস স্কয়ার হয়ে গেছিস।

নীতুর কথার ডঙে হেসে উঠে সবাই।

ভাইয়া, এ' হচ্ছে আমার সবচে প্রিয় বান্ধবী চুমকি। আর ইনি হচ্ছেন চুমকির বড় বোন, আমাদের সবার প্রিয় রুমকি আপা। নীতু পরিচয় করিয়ে দেয়।

আর ওনার পরিচয় দিলিনা? ইমনের দিকে ইঙ্গিত করে হেসে বলে উঠে চুমকি।

ওটা যার গরজ, উনি দিলেই চলবে। ওনার কি মুখ নাই? নাকি উনি মহিলাদের সামনে মুখ খোলেন না? নীতুর বলার ভঙ্গিতে আবার হাসির রোল পড়ে যায়।

রুমকি কিছুটা অন্যমনস্ক ছিল বলে নীতুর পুরো কথা ওর কানে যায় নি।

ওনার গরজ হবে কেন? না বোঝার আভিব্যাক্তি করে রুমকি। নীতু, তুমি শুধু শুধু ওনাকে জ্বালাচ্ছ।

জ্বালানোর কি দেখলে আপা, সবেতো শুরু। ওই যে শান্ত শিষ্ট ভদ্রলোক। উনি কি আমাদের কম

জালিয়েছেন? নীতুর হাস্যময় জবাব। সাড়ে তিন বছর পর দেশে এলেন। কিন্তু মাথার পোকা গুলো এখনো যায় নি। আজকে কি কাণ্ড করেছে যান?

কি, কি? কি করেছেন? অধীর হয়ে প্রশ্ন করে চুমকি।

থাক না ওসব। বাধা দেয় ইমন।

থাকবে কেন? দুপুর বেলা আমি অতসির সাথে কথা বলছি ফোনে। দরজায় এক ভিক্ষুকের কাতর আবেদন, চাইরডা ভিক্ষা দেন মা, চাইরডা ভিক্ষা দেন । দরজা খুলে দেখি, ভিক্ষুক আর কেউ না, ওই সহজ সরল ভদ্রলোক। দেখে আমার হার্টফেল হবার জোগাড়। ভদ্রলোক আবার আমাদেরকে সারপ্রাইজ দেবার জন্য না জানিয়ে এসেছেন। নীতুর কথার ডঙে হাসির রোল পড়ে যায়। দাড়াও, আমিও ছাড়ছি না। আমিও তোমাকে জ্বালিয়ে ছাড়ব।

তোর জ্বালানোকে আমি থোড়াই পাত্তা দেই। তোর মাথায় একটু ছিট আছে। ইমন হাসতে হাসতে বলে।

ঠিক বলেছেন ইমন ভাই। সায় দেয় চুমকি। সেটা আমিও জানি আর আমাদের বন্ধু বান্ধবরাও জানে। এর জন্য আমরা ওর নাম দিয়েছি হেমা, মানে হেমায়েতপুর।

শেষে তুইও আমার পেছনে লাগলি? এখনি বের হ আমাদের বাসা থেকে। কপট রাগ দেখায় নীতু। আর তোর নামটা বলব?

না না না। আৎকে উঠে চুমকি।

-৪-

সর্বনাশ, পাঁচটা বেজে গেছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠে রুমকি। তারপর মনোয়ারা বেগমকে উদ্দেশ্য করে বলে, খালাম্মা, আমাকে আজ উঠতে হবে, নীচে রিকসা দাঁড়িয়ে আছে।

সে কি বলছ মা? এখনো একটু চা নাস্তা দিলাম না। হই চই করে উঠেন মনোয়ারা বেগম।

আরেক দিন খাব খালাম্মা। আর আপনার হাতে তো চা নাস্তা কম খাওয়া হয়নি। আজ আসি। উঠে পড়ে রুমকি। সবাই ওকে দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে দেয়।

নীতু আর চুমকি গল্প করছে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে। মনোয়ারা বেগম রান্নাঘরে টুং টাং করে নাস্তা বানাচ্ছেন। ইমন নিজের ঘরে যায়। কিছুক্ষন পর নীতুর ঘর ঘুরে ড্রইংরুমের এক কোনায় শোফায় বসে টেলিভিশনের পর্দায় চোখ রাখে সে। কতদিন পর বাংলা টিভি প্রোগ্রাম দেখছে। বাংলা টেলিভিশনের কত উন্নতি হয়েছে গত কয়েক বছরে। কত চ্যানেল। উপস্থাপনা কত চমৎকার।

দরজায় ঠকঠক শব্দে হঠাৎ করে সম্বিত ফিরে পায় সে। নীতু ব্যালকনিতে গল্পে মগ্ন চুমকির সাথে, মা রান্না ঘরে ব্যস্ত। অগত্যা ইমনকেই উঠতে হলো। আর দরজা খুলেই চমকে যায় ইমন, সামনে দাঁড়িয়ে রুমকি।

আ, আ, আপনি?

একটু বেশীই কি চোখে চোখ রেখেছিল ইমন? চোখ নামিয়ে নেয় রুমকি। দেরী হয়ে গেছে। যানযট ঠেলে নাটক শুরুর আগে বোধ হয় বেইলী রোড পৌঁছাতে পারবেনা। তাই ভাবলাম, গিয়ে আর লাভ কি? রিকসা ছেড়ে দিলাম।

আসুন। দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়ায় ইমন।

আমাকে ফাঁকি দিতে চেয়েছিলে, পারলেনা তো। রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে যোগ দেন মনোয়ারা বেগম। নীতু আর চুমকিও ঘরে আসে ব্যালকনি থেকে।

ভালই হল, এখন চলুন আমাদের সাথে গাওসিয়ায় শাড়ী কিনতে। নীতুর গলায় খুশীর আমেজ।

যাবে কি করে? আকাশের অবস্থা তেমন সুবিধের মনে হলোনা।

হয়তো রুমকির কথার সাক্ষী হিসেবে বাইরে ঝড়ো বাতাস উঠে এক দমকা। জানালার পর্দা গুলো ফুলো উঠে নৌকার পালের মতো। মনোয়ারা বেগম ব্যাস্ত হয়ে উঠেন জানালা বন্ধ করতে।

নিজের ঘরের জানালা বন্ধ করতে ছুটে আসে নীতু। ওর ঘরে ঢুকতে যাবে, এমন সময় কোথা থেকে একটা তেলাপোকা উড়ে এসে ওর গায়ে পড়তেই প্রচন্ড চিৎকার করে উঠে সে। চিৎকার শুনে চুমকি আর রুমকি ছুটে আসে নীতুর কাছে।

তেলা পোকাটার দিকে নজর যায় সবার। নিরীহ বেচার ঝুলছে একটা সরু নাইলনের সুতোয়। ব্যাপারটা বুঝতে দেরী হয়না নীতুর। ওটা আসল তেলা পোকা না। ব্যাপারটাতে ইমনের অদৃশ্য হাতের কারসাজি আছে, সেটা বুঝতে ওর আর অসুবিধা হয়না। ইমনের দিকে দৃষ্টি যায় ওর। সোফায় বসে মুচকি হাসছে সে। ছুটে এসে ইমনের পিঠে দমাদম কয়টা কিল বসিয়ে দেয় নীতু।

সবাই হাসিতে ফেটে পড়ে আবার।

কিরে, আমাকে জ্বালাবি বলেছিলি না। এখন কেমন হলো। হাসতে হাসতে বলে ইমন।

ইমন, তোর অভ্যাসটা এখনো বদলালোনা দেখছি। বলে উঠেন মনোয়ারা বেগম। সেই ছোটবেলা থেকে নীতুকে ভয় দেখাতি। ভাবলাম, বিদেশ গিয়ে স্বভাব বদলাবে। এখন দেখছি, ... স্বভাব যায়না মলে, আক্কেল যায়না ধুলে।

কথা বলতে বলতে রান্না ঘরে যান মনোয়ারা বেগম। টেবিলে খাবার দিয়ে সবাইকে খেতে ডাকেন।

সবাই খাবার টেবিলে। গরম গরম আলুর চপ ভেজেছেন মনোয়ারা বেগম।

কতদিন পর আলুর চপ খাচ্ছি, বলে গরম আলুর চপ ভেঙ্গে মুখে পুরে বোকামীটা টের পেয়ে যায় ইমন। ওটা যে ভেতরে এত গরম, ভাবতে পারেনি সে। এখন না পারছে গিলতে, না পারছে সবার সামনে ফেলতে। ওর চোখে পানি এসে যায়।

ওর কান্ড দেখে হাসি পেয়ে যায় সবার। কিন্তু হাসিটা করুনার রূপ নিতেও বেশী দেরী হয়না। আহা বেচারা!

ওখানে কি দেশী খাবার পাওয়া যায় না? রুমকির কোমল প্রশ্ন।

পাওয়া যে যায়না, তা না। কিন্তু যে দাম, তাতে খাবার ইচ্ছা থাকলেও সব সময় খাওয়া হতো না।

মনোয়ারা বেগমের চোখে পানি এসে যায়। ছেলের কাছে এসে মাথায় হাত রাখেন তিনি।

রসমালাই পেলে কোথায় মা? বাটি থেকে রসমালাই নিতে নিতে প্রশ্ন করে ইমন।

রুমকিরা নিয়ে এসেছে।

চমৎকার মিষ্টি মা, মুখে দিয়ে বলে ইমন। ঠিক কুমিল্লার রঘু কাকার দোকানের মিষ্টির মত। তোমার মনে আছে রঘু কাকার মিষ্টির দোকানের কথা? আমাদের বাসার কাছেই ওনার দোকান ছিল। প্রতি বছর হালখাতার দিনে আমাদের ফ্রি মিষ্টি খাওয়াতেন। ... কুমিল্লার রসমালাই ঢাকাতেও পাওয়া যায়, বিদেশ যাওয়ার আগেও খেয়েছি। তবে আজকেরটার মত এমন ভাল মিষ্টি আগে কখনো ঢাকায় খাইনি।

এটা মা পাঠিয়েছেন কুমিল্লা থেকে। ঢাকায় পাওয়া দুই নাম্বারি কুমিল্লার রসমালাই না। জবাব দেয় চুমকি।

আপনাদের বাড়ী কুমিল্লা নাকি? খানিকটা অবাক হয়ে বলে ইমন।

হ্যাঁ, কুমিল্লা ছিলেন যখন, গঙ্গাসাগরের নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই? ওর কাছেই আমাদের বাড়ী। আপনারা যে কুমিল্লা ছিলেন নীতু বলেছে। বলে রুমকি।

গঙ্গাসাগর? সেখানে কতবার গেছি কুমিল্লা থাকতে। আমরা তিন বন্ধু বিকেল হলে সাইকেল চালিয়ে চলে যেতাম গঙ্গাসাগর। মাঝে মাঝে বার্ডে আর মাঝে মাঝে লালমাই। রুমকির চোখে চোখ রেখে বলে ইমন।

ভাইয়া কিন্তু কুমিল্লার দারুন ভক্ত। ওখানে আমরা বছর পাঁচেক ছিলাম। ভাইয়ার কাছে সে সময়টাই ওর সূবর্ন যুগ। যোগ দেয় নীতু।

তাই নাকি? সপ্রশ্ন দৃষ্টি চুমকির।

হ্যাঁ, অনেক দিন ছিলাম তো, তাই একটু টান পড়ে গেছে। সলজ্জ উত্তর ইমনের। স্কুল লাইফেই সত্যিকার বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। দেখবেন, স্কুল বন্ধু কে আমরা সচ্ছন্দে তুই বলি। কলেজে উঠে বন্ধুদের বলি, তুমি। এর পরে সম্পর্ক আপনিতে চলে আসে।

আপনার বন্ধুরা কি এখনো সেখানে আছে? রুমকির প্রশ্ন।

সবাই নাই, তবে এখনো আছে দু এক জন। অনেক দিন ওদের সাথে কোন যোগাযোগ নাই। কতদিন ভেবেছি, একবার কুমিল্লা ঘুরে আসবো। ওদের সাথে দেখা করে আসবো। কিন্তু সময় সুযোগ আর হয়ে উঠেনি। ভিক্টোরিয়া কলেজের পাশে আমরা থাকতাম। পাশে ছিল একটা সুন্দর পুকুর। কত সাঁতার কেটেছি সেই পুকুরে। সব বাসাতে ছিল ফুলের বাগান। আর নীতুর হবি ছিল,

ফুল চুরি করা। বলে হো হো করে হেসে উঠে ইমন।

তাই নাকি? নীতুর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে চুমকি।

না, মোটেই না। ঠোঁট উল্টে বলে নীতু। খালামনিরা চাইলেই দিতেন। আর তুই, তুই কি করতি? ইমনের দিকে চাকিয়ে বলে নীতু। কারো গাছের ফল কি পাকবার সুযোগ পেত, তোর আর তোর পাজী বন্ধুদের জ্বালায়?

এবার চলুন না। আমরা যাচ্ছি পরশু ভোরে। বহুদিন পর আপনার হারানো বন্ধুদের খুঁজে বের করবেন, দেখবেন, নীতুর জন্য কিছু ফুল নিয়ে আসা যায় কিনা পুরোনো বাগান থেকে। খুব মজা হবে। চুমকি এক দমে বলে উঠে ইমনের দিকে তাকিয়ে।

মন্দ হয়না, সায় দেয় ইমন। কুমিল্লার অলিতে গলিতে আমরা তিন বন্ধু মিলে কত ঘুরে বেড়িয়েছি, সাইকেল চড়ে। বহুদিন পর পুরোনো যায়গাগুলো আবার ঘুরে আসা যাবে। আমার যেতে খুব ইচ্ছা করে।

সত্যি যাবেন ইমন ভাইয়া, চলুন না। খুশীতে চুমকির মুখটা চিকচিক করে উঠে। কুমিল্লা গিয়ে কিন্তু আমাদের বাড়ী উঠতে হবে।

পাগল নাকি! তুই কি সত্যি যাবি? বাধা দিয়ে বলে উঠেন মনোয়ারা বেগম। আমি তোকে ছাড়লেতো। তুই এলি মাত্র দু দিনের জন্য। এর মধ্যে আবার বাইরে যেতে চাস।

না, সময় তো হাতে নেই। ইমনের কন্ঠে আশা ভঙ্গের বেদনা। এত দিন পর ঢাকা এলাম। বন্ধু বান্ধবদের সাথে দেখা না করে অন্য কোথাও যাই কি করে?

বন্ধু না বান্ধবী? ফোড়ন কাটে নীতূ।

আর যে সব বন্ধুদের সাথে দেখা করতে যাব, ওরাও হয়তো কুমিল্লা নেই। নীতুর কথায় পাত্তা না দিয়ে বলতে থাকে ইমন। কে কোথায় চলে গেছে, কে জানে।

চলবে .....